স্মার্ট কার্ড ইস্যুর শুরুতেই

বিপর্যয় : ভোগান্তি চরমে

৪২টি জেলা অফিসে ফিঙ্গার প্রিন্ট চালুর দাবীতে ঢাকা অফিস ঘেরাও

শামসুল ইসলাম

বিদেশগামী কর্মীদের স্মার্ট কার্ড ইস্যুর শুরুতেই বিপর্যয় দেখা দিয়েছে। গত দু'দিনে রমনাস্থ ঢাকা জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিসে ৬শ' ৪৫ জন বিদেশগামী কর্মীর নতুন করে ফিঙ্গার প্রিন্ট নেয়া হয়। কাকরাইলস্থ বিএমইটি কর্তৃপক্ষ দু'দিনে মাত্র ১৫/১৬টি স্মার্ট কার্ড ইস্যু করতে পেরেছে। গত দু'দিনে কাকরাইলস্থ বিএমইটি কার্যালয়ে একটি মাত্র মেশিন দিয়ে নতুন প্রযুক্তির স্মার্ট কার্ড ইস্যুর উদ্যোগ নেয়ায় বিদেশগামী কর্মীদের ছাড়পত্র ইস্যু অঘোষিত বন্ধ হয়ে গেছে। পুরোনো সার্ভারের ধারণক্ষমতা কম হওয়ায় স্মার্ট কার্ড ইস্যু কার্যক্রম ভেঙ্গে পড়েছে। কিন্তু বিএমইটি'র চরম অবহেলা, অদক্ষতা, অব্যবস্থাপনা ও গাফলতির দরুন এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। রিক্রুটিং এজেন্সির মালিক ও প্রতিনিধিরা গতকাল স্মার্ট কার্ড ইস্যু প্রক্রিয়ায় ভোগান্তি লাঘব এবং সারা দেশের ৪২টি জেলা জনশক্তি অফিসে বিদেশগামী কর্মীদের ফিঙ্গার প্রিন্ট নেয়ার দাবীতে রমনাস্থ ঢাকা জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস ঘেরাও করে। এতে একটানা তিন ঘন্টা কর্মীদের ফিঙ্গার প্রিন্ট কার্যক্রম বন্ধ থাকে। এসময়ে বিএমইটি'র সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা বিক্ষুব্ধ মালিক-প্রতিনিধিদের উদ্দেশে বলেন, বিএমইটি'র ডিজি প্রধানমন্ত্রীর সফরসঙ্গী হিসেবে কুয়েতে অবস্থান করছেন। তিনি দেশে ফিরে এলেই পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। পরে মালিক-প্রতিনিধিরা কর্মকর্তাদের অনুরোধে জেলা জনশক্তি অফিস ত্যাগ করেন। স্মার্ট কার্ড চালু হওয়ায় বিদেশগামী কর্মীদের কি কি লাভ হবে– এ প্রশ্নের জবাবে প্রকল্পের সাথে সম্পৃক্ত বিএমইটি'র পরিচালক মোঃ নূরুল ইসলাম ইনকিলাবকে বলেন, স্মার্ট কার্ড চালুর মাধ্যমে জাল ভিসায় বিদেশ গমন বন্ধ হবে, বিমানবন্দরে কম্পিউটার কার্ড রীডারের সাহায্যে বহির্গমন ছাড়পত্র পরীক্ষা এবং বিমানে আরোহণপত্র সহজে হাতে পাওয়া যাবে। তিনি বলেন, পৃথিবীর কোন দেশে এ পদ্ধতি চালু করা হয়নি। বিদেশগামী কর্মীদের জন্য স্মার্ট কার্ড একটি আধুনিক ব্যবস্থা যুক্ত হলো। স্মার্ট কার্ড ইস্যুতে ভোগান্তি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, স্মার্ট কার্ড ইস্যুতে কোন সমস্যা নেই। গতকাল জেলা অফিসে ঘেরাওয়ের কথা স্বীকার করে তিনি বলেন, বাধার কারণে ফিঙ্গার প্রিন্ট কার্যক্রম বিলম্ব হয়। ঘেরাও কর্মসূচীতে অংশ নেয়া স্টার ম্যানপাওয়ার সার্ভিসের মালিক খোকন ইনকিলাবকে বলেন, সরকারের নতুন যে কোন ভালো পদক্ষেপকে আমরা পূর্ণ সমর্থন করি এবং সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবো। কিন্তু বিএমইটি'র কর্মকর্তাদের অদক্ষতা ও অদূরদর্শিতার কারণে সারা দেশের ৪২টি জেলা জনশক্তি অফিসে ফিঙ্গার প্রিন্ট নেয়ার উদ্যোগ না নিয়ে শুধু ঢাকায় ফিঙ্গার প্রিন্ট নেয়া হচ্ছে। এতে বিদেশগামী কর্মীদের ভোগান্তি চরমে পৌঁছেছে এবং অভিবাসন ব্যয় বেড়ে যাবে। গ্রামাঞ্চলের বিদেশগামী কর্মীদের ঢাকার বিভিন্ন হোটেলে দু'তিন দিন অবস্থান করে ফিঙ্গার প্রিন্ট দিতে জনপ্রতি ২/৩ হাজার টাকা খরচ হচ্ছে। তিনি বিদেশগামী কর্মীদের ভোগান্তি ও হয়রানি বন্ধের লক্ষ্যে অবিলম্বে সারাদেশের জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিসে ফিঙ্গার প্রিন্ট নেয়ার জোর দাবী জানান। স্মার্ট কার্ড ইস্যু কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সার্বিক দায়িত্ব দেয়া হয়েছে বুয়েট কর্তৃপক্ষকে। কিন্তু বিএমইটিতে স্মার্ট কার্ড ইস্যু কার্যক্রমে অচলাবস্থা দেখা দেয়ার পরেও বুয়েটের কাউকে চোখে পড়েনি। বহু হাঁক-ডাক ছেড়ে বিএমইটি'র কল্যাণ তহবিলের জমাকৃত কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে বিদেশগামী কর্মীদের ছাড়পত্র প্রদানের আগে ২৪ কেবি মেমোরি সম্পন্ন কম্পিউটার চীপস সম্বলিত স্মার্ট কার্ড প্রদানের উদ্যোগ নেয়া হয়। সরকার ইতিমধ্যে বিদেশগামী কল্যাণ তহবিলের প্রায় ১ কোটি টাকা ব্যয়ে হংকং থেকে দেড় লাখ স্মার্ট কার্ড সংগ্রহ করেছে। চলতি বছরের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে আগামী দু' মাসের মধ্যে আরো ৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ৫ লাখ স্মার্ট কার্ড ক্রয়ের জন্য শীঘ্রই দরপত্র আহবান করা হবে। উল্লেখিত ৫ লাখ টাকাও বিএমইটি'র কল্যাণ তহবিল থেকে

যোগান দেয়া হবে। বিএমইটি’র নির্ভরযোগ্য সূত্র এই তথ্য জানিয়েছে। কোন পূর্ব অভিজ্ঞতা ছাড়াই একটি রাজনৈতিক দলের প্রভাব খাটিয়ে এসব স্মার্ট কার্ড সরবরাহের জোর লবিং চলছে বলে জানা গেছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বায়রার এক কর্মকর্তা ইনকিলাবকে বলেন, বিদেশগামী কর্মীদের জমাকৃত কষ্টার্জিত কোটি কোটি টাকা লুটপাটের লক্ষ্যেই স্মার্ট কার্ড প্রদানের প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে। বায়রার সভাপতি গোলাম মুস্তফা ইনকিলাবকে বলেন, নীতিগতভাবে আমরা স্মার্ট কার্ড চালুর বিরোধী নই। তবে স্মার্ট কার্ড পেতে বিদেশগামী কর্মীদেরও গ্রামগঞ্জ থেকে কয়েকবার ঢাকায় আসতে হবে। এতে তাদের ভোগান্তি ও খরচ বাড়বে। তিনি বলেন, আগামী ৩১ মার্চ পর্যন্ত স্মার্ট কার্ড প্রদান কর্মসূচিকে পাইলট প্রকল্প হিসেবে চালু রাখতে হবে (বাধ্যতামূলক নয়)। বায়রা সভাপতি বলেন, আগামী ১ এপ্রিল থেকে স্মার্ট কার্ড ইস্যু বাধ্যতামূলক করা হোক। তবে তার আগে বিদেশগামী কর্মীদের হয়রানি ও ভোগান্তি লাঘবের লক্ষ্যে জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিসগুলো ফিঙ্গার প্রিন্ট নেয়ার মেশিন স্থাপন করে স্ব স্ব এলাকায় ফিঙ্গার প্রিন্ট দেয়ার সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে।